অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ৩৫.১৪ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল ৩৩.৬৬ শতাংশ। একই সাথে দেশের সব ধরনের শিল্পখাত যথা উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ উপযোগী সব ধরনের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি ২০১৬' ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতের ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের মাধ্যমে দেশের শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিবিএস এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি'তে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান ছিল ৩৩.৬৬ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুয়ায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৫.১৪ শতাংশে। জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৪টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হল খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। এর মধ্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিংখাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ২৪.২১ শতাংশে যা গত অর্থবছরে ছিল ২২.৮৫ শতাংশ। সারণি ৮.১ -এ ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে জিডিপি ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

(২০০৫-০৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে) (কোটি টাকা)

শিল্প	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২১১৭৬.০ (৫.৬৭)	২২৫৬৯.১ (৬.৫৮)	২৪৫৫৭.৯ (৮.৮১)	২৬১১৩.১ (৬.৩৩)	২৮৩৪২.৬ (৮.৫৪)	৩০৯০৯.৪ (৯.০৬)	৩৩৯৪৫.৮ (৯.৮২)	৩৭০৮৬.৪ (৯.২৫)	৪০৮৯১.৯ (১০.২৬)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	৮৮৪৭৫.৩ (১১.১১)	৯৭৯৯৮.৩ (১০.৭৬)	১০৮৪৩৬.২ (১০.৬৫)	১১৮৫৪০.৩ (৯.৩২)	১৩১২২৫.৪ (১০.৭০)	১৪৭৩১৩.৪ (১২.২৬)	১৬৩৮১৯.৫ (১১.২০)	১৮৭১৮৩.৭ (১৪.২৬)	২১৬৪১১.২ (১৫.৬১)
মোট	১০৯৬৫১.৪ (১০.০১)	১২০৫৬৭.৪ (৯.৯৬)	১৩২৯৯৪.১ (১০.৩১)	১৪৪৬৫৩.৪ (৮.৭৭)	১৫৯৫৬৮.০ (১০.৩১)	১৭৮২২২.৮ (১১.৬৯)	১৯৭৭৬৫.৩ (১০.৯৭)	২২৪২৭০.১ (১৩.৪০)	২৫৭৩০৩.০ (১৪.৭৩)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার। * সাময়িক

জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬

শিল্পায়ন বা শিল্পখাতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে বিবেচনা করে দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি, ২০১৬' ঘোষণা করা হয়। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্পনীতিতে যথাযথ কৌশলাদি (Strategies) বর্ণিত হয়েছে। শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য

সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার 'জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬'-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসাবে গণ্য করে। এর পাশাপাশি সরকার বৃহৎ শিল্প ও চিহ্নিত সেবাখাতের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬'-এ বাস্তবভিত্তিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিকাশ এবং শিল্পখাতে অব্যাহত প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে শিল্পনীতিতে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পখাত সৃষ্টি, বিভিন্ন শিল্পখাতের সংজ্ঞা সংযোজন (হস্ত ও কারুশিল্প, সৃজনশীল শিল্প, উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প),মেধা সম্পদ সুরক্ষা, শিল্প দূষণ ব্যবস্থাপনা, শিল্প দক্ষতা উন্নয়নে সুসংহত ব্যক্তিখাত গড়ে তোলার জন্য প্রায়োগিক নীতি ও কৌশলগত সুবিধা। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রথমবারের মত সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা(time bound work-plan) 'জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিল্প খাতের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার এবং বিশেষজ্ঞদের বাস্তবভিত্তিক, প্রায়োগিক এবং তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা 'জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬'-এ প্রতিফলিত হয়েছে। এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতকে বেগবান করে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা, ২০১৮

বর্তমানে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এসডিজি বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তর এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে প্রবেশের বিষয়গুলোর সাথে মেধাসম্পদ গুরুত্বপূর্ণভাবে জড়িত। এ লক্ষ্য অর্জনে মেধাসম্পদের সুরক্ষা ও উন্নয়নকে অন্যতম একটি অনুষঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সরকার 'জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা, ২০১৮' প্রণয়নের মাধ্যমে মেধাসম্পদের উন্নয়ন ও সুরক্ষার নিমিত্ত নির্দিষ্ট ভিশন ও মিশন নির্ধারণ করেছে। 'জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা, ২০১৮' এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বাজারভিত্তিক পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত ও উন্নীত করা এবং মেধাসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, ট্রেড সিক্রেট, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য, লে-আউট ডিজাইন, ইউটিলিটি মডেল, উদ্ভিদ বৈচিত্র্য ইত্যাদি মেধাসম্পদের বিষয়সমূহের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য ইতোমধ্যে সুস্পষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়গুলোকে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কৌশলসমূহে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০১১-১২ অর্থবছরের ১৭৪.৯২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত গড় সূচক দাঁড়ায় ৩৮৪.৯৯। সারণি ৮.২-এ ২০১১-১২ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.২ঃ মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক (২০০৫-০৬=১০০)

শিল্প	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	১৭৪.৯২	১৯৫.১৯	২১৩.২২	২৩৬.১১	২৬৭.৮৮	২৯৭.৮৯	৩৪২.৪৭	৩৮৪.৯৯
শতকরা পরিবর্তন	১০.৭৯	১১.৫৯	৯.২৪	১০.৭৪	১৩.৪৬	১১.২০	১৪.৯৭	১৮.০৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। (প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনা)

ক. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের

জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ লক্ষ্যে 'কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম', 'স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এবং 'জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্ স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস [এফএসপিডিএসএমই]' প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ অথবা পূর্ব অর্থায়ন স্কীম' থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে। এছাড়া, নতুন উদ্যোক্তাদের ষ্টার্ট আপ ক্যাপিটাল সরবরাহের জন্য 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের সুবিধার্থে 'কৃষিভিত্তিক শিল্প', 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী উদ্যোক্তাসহ)' এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা' খাতে 'ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' চালু করা হয়েছে।

ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসএমই অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। দেশে কার্যরত সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৮ সালে (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) ৫,১২,৫৩৯টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ১,১৫,৬৫৪.৮৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়কালে ৪৬,১৬২টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ বিতরণ করা হয়; বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৪,১৪৬.৩৭ কোটি টাকা।

এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

এসএমই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা বিবেচনায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক বছরওয়ারী (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি এবং ক্যামলেস্ রেটিং নির্ণয়ের একটি নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ২০১৮ সালে (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাতে ১১৫,৬৫৪.৮৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে যা উক্ত বছরের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১৬১,০৩১.৮৯ কোটি টাকার তুলনায় ৭২.০ শতাংশ বেশী। সারণি-৮.৩ এ ২০১০ হতে ২০১৮ (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ দেখানো হলঃ

সারণি-৮.৩: ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা	সাব-সেক্টর			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০১০	৩৮,৮৫৮.১২	৩৫,০৪০.৫৩	১৫,১৪৭.৭২	৩,৩৫৫.৬৮	৫৩,৫৪৩.৯৩	১৮০৪.৯৮	১৩৮%
২০১১	৫৬,৯৪০.১৩	৩৪,৩৮২.৬৪	১৫,৮০৫.৯৫	৩,৫৩০.৮৫	৫৩,৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫%
২০১২	৫৯,০১২.৭৮	৪৪,২২৫.১৯	২১,৮৯৭.৩৩	৩,৬৩০.৯০	৬৯,৭৫৩.৪২	২২৪৪.০১	১১৮%
২০১৩	৭৪,১৮৬.৮৭	৫৬,৭০৩.৭২	২৪,০১৬.৬৪	৪,৬০২.৮৯	৮৫,৩২৩.২৫	৩,৩৪৬.৫৫	১১৫%
২০১৪	৮৯,০৩০.৯৪	৬২,৭৬৭.১৮	৩০,২৪৬.২০	৭,৮৯৬.৭৭	১০০,৯১০.১৫	৩,৯৩৮.৭৫	১১৩%
২০১৫	১০৪,৫৮৬.৪৯	৭৩,৫৫১.৭৮	৩০,৪৬২.০২	১১,৮৫৬.৬৮	১১৫,৮৭০.৪৮	৪,২২৬.৯৯	১১২%
২০১৬	১১৩,৫০৩.৪৩	৯০,৫৪৭.৫৭	৩৫,১৬৮.৬৩	১৬,২১৯.১৯	১৪১.৯৩৫.৩৯	৫,৩৪৫.৬৬	১২৫%
২০১৭	১৩৩,৮৫৩.৫৯	৯৬,৯৩৪.৭৯	৪২,৩৩৪.৮৭	২২,৫০৭.৬৬	১৬১,৭৭৭.৩২	৪,৭৭২.৯৯	১২১%
২০১৮*	১৬১,০৩১৮৯.	৫১,৩৩০৩৪.	৩৭,৯৯৩২৫.	২৬,৩৩১২৬.	১১৫,৬৫৪৮৪.	৪,১৪৬৩৭.	৭২%

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

* সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত

পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (Refinace Scheme)

এসএমই খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি এসএমই ঋণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা; জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই তহবিল, জাইকা সহায়তাপুষ্ট ইউবিএসপি তহবিল এবং নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় আরও ৫টি তহবিল; মফস্বলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য পুনঃঅর্থায়ন ফান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক-ওমেন ফান্ড, নতুন উদ্যোক্তা ফান্ড এবং ইসলামী শরিয়াহ্ ফান্ড পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত তহবিলগুলোর সার্বিক অবস্থা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সারণি-৮.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৪: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন এর খাতওয়ারী বিবরণ (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	মফস্বলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য তহবিল	৭০৯.৭৮	২১৪.৪৮	৬৯৬.৮৭	**১,৬২১.১৩**	২,৯৮৭	-	-	**২,৯৮৭**
২	বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	৩৮৫.১১	৫৯৮.৩৯	২৪৫.০৩	**১,২২৮.৫৩**	৫,০২৯	৫,৯২৬	১,৭৬৯	**১২,৭২৪**
৩	বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা তহবিল	৪৪৭.৬৪	১,২৭৫.৮৯	৫১০.০৭	**২,২৩৩.৬০**	৬,৫৯৯	১০,৭৭৩	৩,০৫১	**২০,৪২৩**
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক এক্সটেনশন-নারী উদ্যোক্তা	৫৫.৬৮	১১১.০৮	৫৭.৩১	**২২৪.০৭**	৪৯৩	১,০৬০	১৯৭	**১,৭৫০**
৫	আইডিএ তহবিল	৮০.৩৪	১৩২.৪৭	৯৯.৮	**৩১২.৬১**	১,৩৬৮	১,৩০৬	৪৮৬	**৩,১৬০**
৬	এডিবি-১	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	**৩৩৪.৯৪**	৮০০	২,০৯৬	৩৬৮	**৩,২৬৪**
৭	এডিবি-২	-	৫৬৮.৩৯	১৭৮.৫৬	**৭৪৬.৯৫**	৩,৭৬৫	৭,৪৩৫	২,৪৪৫	**১৩,৬৪৫**
৮	জাইকা এফএসপিডিএসএমই	৬২.৮২	৩৬৯.৪৫	৩১৯.৯	**৭৫২.১৭**	৪৯১	৩৪	৩৭৮	**৯০৩**
৯	জাইকা ইউবিএসপি	-	-	১৬.৫৫	**১৬.৫৫**	৩	-	-	**৩**
১০	নতুন উদ্যোক্তা তহবিল	০.৩	১৮.৩৩	১.৫৮	**২০.২১**	২০১	-	১৬৬	**৩৬৭**
১১	ইসলামী শরিয়াহ তহবিল	৩৭২.৬৩	৪৪.৫২	১০৮.৪৭	**৫২৫.৬২**	১৬২	৫১৯	৪৫	**৭২৬**
সর্বমোট		**২,২৫৮৭৮.**	**২,২৫৮.৭৮**	**৩,৪৬৫.২৭**	**২,২৯২.৩৩**	**৮,০১৬.৩৮**	**২১,৮৯৮**	**২৯,১৪৯**	**৮,৯০৫**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৫৯,৯৫২ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৮,০১৬.৩৮ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। মোট অর্থায়নের মধ্যে ২,২৫৮.৭৮ কোটি টাকা চলতি মূলধন খাতে, ৩,৪৬৫.২৭ কোটি টাকা মধ্যমেয়াদি ঋণ ও ২,২৯২.৩৩ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসমূহ এসএমই খাতে একটি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বাজার সৃষ্টিতে অবদান রেখে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসমূহের বিস্তারিত নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১) বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল

২০০৪ সালে প্রথমবারের মত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল এর মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকার ঘূর্নায়মান 'বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল' গঠন করা হয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে এ তহবিলের আকার ৮৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। দেশের শিল্পোন্নয়নকে সুষম ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে এসএমই নারী

উদ্যোক্তাদের জন্য সহজশর্তে স্বল্পসুদে (ব্যাংক রেট+ ৪%) ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও নারী উদ্যোক্তাকে অর্থায়নের বিপরীতে চুক্তিবদ্ধ ৩৩টি ব্যাংক ও ২৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে শতভাগ পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ৩৪,৮৯৭ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৩,৬৮৬.২০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ ক)।

সারণী-৮.৪ কঃ বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ক) বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল-সাধারণ									
১	ব্যাংক (২০ টি)	৩৪৮.৬১	২৯১.৫৯	৭০.৮৩	৭১১.০৩	৩,১১২	৩,৯৫৬	৮২০	৭,৮৮৮
২	নন-ব্যাংক (২৩ টি)	৩৬.৫০	৩০৬.৮০	১৭৪.২০	৫১৭.৫০	১,৯১৭	১,৯৭০	৯৪৯	৪,৮৩৬
	উপ-মোট	৩৮৫.১১	৫৯৮.৩৯	২৪৫.০৩	১,২২৮.৫৩	৫,০২৯	৫,৯২৬	১,৭৬৯	১২,৭২৪
খ) বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল-নারী উদ্যোক্তা									
১	ব্যাংক (৩৩ টি)	৩৯৬.৩৫	৬২৯.৭৯	২৫৭.১০	১,২৮৩.২৪	৩,৯৮৭	৮,০৭৮	২,০৪৯	১৪,১১৪
২	নন-ব্যাংক (২২ টি)	৫১.২৯	৬৪৬.১০	২৫২.৯৭	৯৫০.৩৬	২,৬১২	২,৬৯৫	১,০০২	৬,৩০৯
	উপ-মোট	৪৪৭.৬৪	১,২৭৫.৮৯	৫১০.০৭	২,২৩৩.৬০	৬,৫৯৯	১০,৭৭৩	৩,০৫১	২০,৪২৩
গ) বাংলাদেশ ব্যাংক এক্সটেনশন-২০১৪									
১	ব্যাংক (২৭ টি)	৫০.৭০	৩৭.২০	২৩.৪৮	১১১.৩৮	২৪২	৭১৯	১০৯	১,০৭০
২	নন-ব্যাংক (১৫ টি)	৪.৯৮	৭৩.৮৮	৩৩.৮৩	১১২.৬৯	২৫১	৩৪১	৮৮	৬৮০
	উপ-মোট	৫৫.৬৮	১১১.০৮	৫৭.৩১	২২৪.০৭	৪৯৩	১,০৬০	১৯৭	১,৭৫০
	সর্বমোট	৮৮৮.৪৩	১,৯৮৫.৩৬	৮১২.৪১	৩,৬৮৬.২০	১২,১২১	১৭,৭৫৯	৫,০১৭	৩৪,৮৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

২) Enterprises Growth and Bank Modernization Programme (EGBMP) তহবিল (আইডিএ ফান্ড)

২০০৪ সালে বিশ্বব্যাংক (আইডিএ তহবিল) বাংলাদেশ সরকারের সাথে উন্নয়ন ঋণ চুক্তির অধীনে EGBMP তহবিল-এ ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে। একই সাথে বাংলাদেশ সরকার উক্ত ঋণ চুক্তির অধীনে ইজিবিএমপি তহবিলে ৫৮ কোটি টাকা প্রদান করে। ঘুর্নায়মান পদ্ধতিতে পরিচালিত এ তহবিল হতে ৩২টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৩,১৬০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৩১২.৬১ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ খ)।

সারণি-৮.৪ খঃ আইডিএ তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (১৭ টি)	৭৩.০৭	৭৫.৭৩	২৮.৫১	১৭৭.৩১	৯৭৩	১,১৬৭	৭৯	২,২১৯
২	নন-ব্যাংক (১৫ টি)	৭.২৬	৫৬.৭৪	৭১.৩০	১৩৫.৩০	৩৯৫	১৩৯	৪০৭	৯৪১
	সর্বমোট	**৮০.৩৪**	**১৩২.৪৭**	**৯৯.৮০**	**৩১২.৬১**	**১,৩৬৮**	**১,৩০৬**	**৪৮৬**	**৩,১৬০**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩) এডিবি-১ তহবিল

এসএমই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সুদৃঢ় করতে ২৬ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তির মাধ্যমে স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসএমইএসডিপি) গঠিত হয়। উক্ত ঋণচুক্তির আওতায় এডিবি ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করে। সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সালে এ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সম্পন্ন করা হয় এবং ৩,২৬৪টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের

অনুকূলে সর্বমোট ৩৩৪.৯৪ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ গ)। ইতোমধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে পুনঃঅর্থায়িত সম্পূর্ন অর্থ আদায় করা হয়েছে।

সারণি-৮.৪ গঃ এডিবি -১ তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৯ টি)	১৪৪.৩২	৯০.৯৫	৩৪.১৭	২৬৯.৪৪	৬৫৭	১,৮৯৩	১৫৫	২,৭০৫
২	নন-ব্যাংক (৭ টি)	০.১৬	৪১.৩২	২৪.০২	৬৫.৫০	১৪৩	২০৩	২১৩	৫৫৯
সর্বমোট		১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২,০৯৬	৩৬৮	৩,২৬৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪) এডিবি-২ তহবিল

এডিবি-১ প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম এর সুবিধা সম্প্রসারণের নিমিত্তে এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অক্টোবর ২০০৯ সালে 'স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসএমইডিপি)' গঠন করা হয়। এডিবি প্রদত্ত এসডিআর ৪৮.৯৩ মিলিয়ন (সমপরিমাণ মাঃডঃ ৭৬.০০ মিলিয়ন) এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ১৪২.৫৬ কোটি (সমপরিমাণ মাঃডঃ ১৯.০০ মিলিয়ন) এর সমন্বয়ে গঠিত এসএমইডিপি তহবিলের মোট পরিমাণ মাঃডঃ ৯৫.০০ মিলিয়ন। এডিবি-২ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ ৩৯টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরের ১৩,৬৪৫টি উদ্যোক্তাকে ৭৪৬.৯৫ কোটি টাকা মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী তহবিল সরবরাহ করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ ঘ)।

সারণি-৮.৪ ঘ: এডিবি-২ তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (নারী উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন ব্যতীত)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (১৯ টি)	-	৩০০.৮৮	৮৬.৮৩	৩৮৭.৭১	২,২৪৬	৫,৩১৯	১,২৩০	৮,৭৯৫
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৩ টি)	-	২৬৭.৫১	৯১.৭৩	৩৫৯.২৪	১,৫১৯	২,১১৬	১,২১৫	৪,৮৫০
সর্বমোট		**-**	**৫৬৮.৩৯**	**১৭৮.৫৬**	**৭৪৬.৯৫**	**৩,৭৬৫**	**৭,৪৩৫**	**২,৪৪৫**	**১৩,৬৪৫**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫) জাইকা তহবিল(এফএসপিডিএসএমই)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশে এসএমই খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালে জাইকা, জাপান এবং বাংলাদেশ সরকরারের মধ্যে একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ঋণচুক্তির আওতায় জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদনশীল খাতে স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তাসহ ৫,০০০ মিলিয়ন ইয়েন এর সমপরিমাণ টাকার একটি দ্বি-ধাপ তহবিল গঠন করা হয়। এ উদ্যোগের আওতায় ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) হিসেবে অদ্যাবধি ২৫টি ব্যাংক ও ২১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। অক্টোবর ২০১২ থেকে এ তহবিলের আওতায় এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে বাজারভিত্তিক সুদহারে পুনঃঅর্থায়ন/পূর্ব-অর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি প্রত্যাশিত সুবিধাভোগীর আওতা বৃদ্ধি করার নিমিত্তে অক্টোবর ২০১৩ সালে মাইক্রো উদ্যোগকেও প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিলের আওতায় যোগ্য এন্টারপ্রাইজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজসমূহের অর্থায়ন চাহিদার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সাব্-লোনের ন্যূনতম পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে দুই লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি-৮.৪ ঙঃ জাইকা তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (২৫টি) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২১ টি)	৬২.৮২	৩৬৯.৪৫	৩১৯.৯০	৭৫২.১৭	৪৯১	৩৪	৩৭৮	৯০৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

এছাড়া, ২০১৩ সালে মর্মান্তিক রানা প্লাজা দুর্ঘটনা এবং এর ফলে সৃষ্ট তৈরী পোষাক ও নিটওয়্যার খাতে সমস্যার কারণে এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিল এর আওতায় তৈরী পোষাক ও নিটওয়্যার খাতে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বিজিএমইএ এবং/অথবা বিকেএমইএ সদস্যভুক্ত তৈরী পোষাক ও নীটওয়্যার শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের কারখানার সংস্কার, পুনর্গঠন ও প্রতিস্থাপন কাজের জন্য সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ইতোমধ্যে দু'টি গার্মেন্টস্ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এ তহবিলের আওতায় ১৬.০ কোটি টাকা অর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির অর্থায়ন সমাপ্ত হয়েছে ৩০ জুন ২০১৬। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ৯০৩টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৭৫২.১৭ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন/পূর্ব-অর্থায়ন করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ ঙ)।

৬) আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি)

৩৬তম জাপানি ওডিএ প্যাকেজের অধীনে 'আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট/(ইউবিএসপি)' প্রকল্প গৃহীত হয়, যার লক্ষ্য হচ্ছে দুর্বল তৈরী পোষাক শিল্পগুলির পুনর্নির্মাণ এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে তৈরী পোষাক খাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা। জাপান সরকার (প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান জাইকা) এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ডিসেম্বর ১৩, ২০১৫ তারিখে একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই ঋণচুক্তির অধীনে জাইকা ১২,০৮৬ মিলিয়ন জাপানী ইয়েন প্রদান করবে; যার মধ্যে ৪,১২৯ মিলিয়ন জাপানী ইয়েন (সমতুল্য ২৬৮ কোটি টাকা) দ্বি-ধাপ ঋণ (টিএসএল) এর উদ্দেশ্যে নির্ধারিত রাখা হয়। প্রকল্পটির টিএসএল অংশটুকু অনুমোদিত অপারেটিং গাইডলাইন অনুসারে পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ২৫ টি ব্যাংক এবং ১০ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ১৬.৫৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ণ করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ চ)।

সারণি-৮.৪ চঃ আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি) তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (২৫টি) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২১ টি)	-	-	১৬৫৫.	**১৬৫৫.**	৩	-	-	৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

৭) কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরো উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০০১ সালে ১৫০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে ঋণ গ্রহীতাকে ১০% সুদহারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান শুরু করা হয়। বর্তমানে তহবিলটির পরিমাণ ৭০০ কোটি টাকা। বর্তমানে সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ সুদে কৃষিভিত্তিক শিল্পখাতে এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ২,৯৮৭ টি কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট

১,৬২১.১৩ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে (সারণি-৮.৪)।

৮) **কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল**

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত কিংবা স্ব-প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' নামে ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়। বর্তমানে তহবিলটির পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা। এই তহবিল হতে নতুন উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ সুদে সহায়ক জামানতসহ সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা এবং সহায়ক জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চলতি মূলধন, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ৩৬৭টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ২০ ২১. কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ ছ)।

সারণী-৮.৪ ছঃ কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৬ টি)	০.১০	০.৬৯	১.১৩	১.৯২	৪১	-	৮৬	১২৭
২	আর্থিক (৩ টি)	০.২০	১৭.৬৪	০.৪৫	১৮.২৯	১৬০	-	৮০	২৪০
সর্বমোট		০.৩০	১৮.৩৩	১.৫৮	২০.২১	২০১	-	১৬৬	৩৬৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৯) **ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল**

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং শিল্পায়নে বিশেষ করে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণকে অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাত ও কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। বর্তমানে তহবিলটির পরিমাণ ১২৫ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এ তহবিল হতে মোট ৭২৬ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৫২৫.৬২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে (সারণি-৮.৪ জ)।

সারণী-৮.৪ জঃ ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

ক্রমিক নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৩টি)	৩৪৫.৯০	১১.৬৩	০.২৮	৩৫৭.৮১	১০৭	৪৭৫	৩০	৬১২
২	আর্থিক (১ টি)	২৬.৭৩	৩২.৮৯	১০৮.১৯	১৬৭.৮১	৫৫	৪৪	১৫	১১৪
সর্বমোট		৩৭২.৬৩	৪৪.৫২	১০৮.৪৭	৫২৫.৬২	১৬২	৫১৯	৪৫	৭২৬

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

এসএমই খাতের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেসমূহঃ

- এসএমই খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১৭ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণ বিতরণের মধ্যে এসএমই খাতে বিতরণ অন্যূন ২০ শতাংশ এবং তা প্রতিবছর কমপক্ষে ১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ ২০২১ সালে অন্যূন ২৫ শতাংশে উন্নীত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, ২০২১ সালের মধ্যে এসএমই ঋণ পোর্টফলিওর কাঙ্ক্ষিত গঠনে উৎপাদন খাতে অন্যূন ৪০ শতাংশ, সেবা খাতে অন্যূন ২৫ শতাংশ এবং ব্যবসা খাতে সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশ করার নির্দেশনা রয়েছে।
- মোট এসএমই ঋণের মধ্যে নারী উদ্যোক্তা ঋণের কাঙ্ক্ষিত হার হবে নূন্যতম ১০ শতাংশ যা ২০২১ সালে ১৫ শতাংশে উন্নীত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

- কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে এসএমই ঋণের সর্বনিম্ন সীমা যথাক্রমে ১০,০০০, ২০,০০০ ও ৫০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ক্লাস্টার ভিত্তিক শিল্পে অর্থায়ন বৃদ্ধির নিমিত্ত বিদ্যমান ক্লাস্টারগুলো শক্তিশালীকরণ ও নতুন নতুন ক্লাস্টার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমপক্ষে একটি ক্লাস্টার উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একই সাথে প্রতিটি জেলায় একটি ব্যাংককে মূল ভূমিকা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষিভিত্তিক শিল্পে অর্থায়নের জন্য এ খাতের আওতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে ।
- ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ১ বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ৩ মাস এবং মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- উদ্যোক্তাদের অভিযোগ জ্ঞাত হওয়া ও নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক ব্যাংকে একজন ফোকাল কর্মকর্তা নিয়োগ করে কর্মকর্তার নাম প্রত্যেক শাখায় প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগসহ প্রতিটি শাখায় এসএমই মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও এসএমই মনিটরিং সেল কার্যরত রয়েছে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী এসএমই উদ্যোক্তা এবং সৃজনশীল লেখনী প্রকাশ ও বিপণনে নিয়োজিত উদ্যোক্তাগনকে স্বল্পসুদে (ব্যাংক রেট + ৪%) এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ পরিচালিত স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় অর্থায়ন গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'এফএসপিডিএসএমই' প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিল হতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকেও মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী তহবিল গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের সমুদয় অর্থের ন্যুনতম ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এসএমই ঋণের সুদ হার হ্রাসকৃত রেট ৯ শতাংশ (ব্যাংক রেট + ৪%)-এ নির্ধারণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকেনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র 'Women Entrepreneur's Dedicated Desk' স্থাপন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা 'নারী শিল্প উদ্যোক্তা' হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় কমপক্ষে ৫১ শতাংশ শেয়ার মালিক নারী হলে সে সকল প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে সহায়ক জামানত হিসেবে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক Skill for Employment Investment Program (SEIP) নামক একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রথম ধাপে ৩ বছরে ২ লক্ষ ৩০ হাজার জনকে বাজারভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত লক্ষ্যের মধ্যে ১০ হাজার ৯৫০ জনকে জনকে বিভিন্ন ট্রেডে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ১০,৮৮৪ জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ১০,৬৯১ জন ইতোমধ্যে সনদ পেয়েছে যার মধ্যে ৭,৩৯৩ জনের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রশিক্ষিতদের অধিকাংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।
- নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও ক্ষমতায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় অধিকতর প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখা কর্তৃক শাখার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ৩ জন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী নারী কিংবা নারী উদ্যোক্তা যারা ইতোপূর্বে কোন ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করেননি তাদেরকে খুঁজে বের করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্বাচিত নারী উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে অন্ততঃ ১ জনকে প্রতিবছর ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

খ. রাষ্ট্রায়ত্তপ্রতিষ্ঠানসমূহ (SOEs)

১) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশে অকৃষি খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে বিনিয়োগ। বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদেরকে সহায়ক সেবা ও সুযোগ সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে যেসব অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

- **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানঃ**

বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দেশে মোট ৩৭টি মাঝারি শিল্প, ১,৩২৪টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ২,৬৯৫টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৫২৯.৬৮ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৪৭.৫৫ কোটি টাকা, উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি হিসেবে ৬৩৫.৮৯ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ৭৪৬.২৪ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে মোট ৩৩,০৮৫ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

- **বিসিক শিল্প নগরীসমূহের অবদান**

সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৭৬টি শিল্প নগরীতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৫,৮৫২টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১০,১৭১টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৪,৭২১টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদনরত। ৭৬টি শিল্প নগরীতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫,৪১৮.২০ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৫৯,১০৭ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৫,২৪১.৬৫ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি ও নিটওয়ার শিল্প খাত থেকে। বিসিকের শিল্প নগরীগুলোতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৮.৫ এ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৫ঃ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

১	মোট শিল্পনগরীর সংখ্যা	৭৬টি
২	মোট শিল্প প্লট সংখ্যা	১০,৫৮৯টি
৩	মোট বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত)	১০,১৭১টি
৪	বরাদ্দকৃত প্লটে মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত)	৫,৮৫২টি
৫	উৎপাদনরত মোট শিল্প ইউনিট সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত)	৪,৭২১টি
৬	সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা (শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	৯৪৬টি
৭	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ (শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	২৫৪১৮ কোটি টাকা
৮	শিল্পনগরীসমূহে কর্মরত মোট জনবল (শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	৫.৭৯ লক্ষ জন
৯	উৎপাদিত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০১৭-২০১৮ অর্থবছর)	৫৯১০৭ কোটি টাকা
১০	রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট বিক্রয়মূল্য (২০১৭-২০১৮ অর্থবছর)	২৫২৪১.৬৫ কোটি টাকা

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

- **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি), নকশা কেন্দ্র, ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অন্যান্য প্রকল্প এবং ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯,৪৯৭ জন উদ্যোক্তা, কারিগর, ব্যবস্থাপক ও অনুরূপ পর্যায়ের ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- **বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প**

দেশের বিদ্যমান অর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে বিসিকের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ৮টি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা, ১টি ইন্স্যুলেটর ও সেনেটারীওয়ার কারখানাসহ মোট ১২টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিসিআইসি'র উৎপাদিত পণ্যের ৮০

শতাংশই বিভিন্ন রাসায়নিক সার, যার মধ্যে ৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার। একটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত ব্যাপকভিত্তিক শিল্পায়ন নিশ্চিত করা। বিসিআইসি সরকারি খাতে সবচেয়ে বড় শিল্প সংস্থা দীর্ঘ দিন থেকে সফলতার সাথে ইউরিয়া সার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে সারের চাহিদা পূরণ করে আসছে। এছাড়া বিসিআইসি'র সাথে স্থানীয়/বিদেশী যৌথ উদ্যোগে ৮টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সংস্থাধীন কারখানাসমূহে ৫,৯৭,১১৫ মে. টন ইউরিয়া সার, ৭৬,২৬৭ মে. টন টিএসপি, ১৫,৩২১ মে. টন ডিএপি সার, ৩,৯২৪ মে. টন কাগজ, ২৪,৯৯০ মে. টন সিমেন্ট, ৯.৪২ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাসশীট, ৪৯৪.১৩ মে. টন স্যানিটারীওয়্যার সামগ্রী, ৪৪৫.৪৩ মে. টন ইন্স্যুলেটর এবং ১৬২.৮৮ মে. টন রিফ্র্যাক্টরিজ উৎপাদিত হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বিসিআইসি'র ১২টি কারখানায় ১০৪৫.৪৪ কোটি টাকার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ৭৬৭.৫৫ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৭৩ শতাংশ। একই সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহের পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৬৭৮.৯৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৫ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে জাতীয় কোষাগারে প্রদত্ত রাজস্ব (কর ও শুল্ক) এর পরিমাণ ছিল ৭২.০৮ কোটি টাকা।

সারণি ৮.৬ -এ ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ৮.৬ ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান

(মে. টন)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)	চাহিদা	প্রকৃত বিক্রয়	চাহিদার বিপরীতে বিক্রয়ের হার (%)	আমদানি
২০১১-১২	১১২০০০০	৯৩৩৬৮৬	৮৩%	৩০০০০০০	২২৯৬৪৫৭	৭৭%	১২৭৯৪৩৯
২০১২-১৩	১১১৫০০০	১০২৬৯৯৯	৯২%	২৫০০০০০	২২৪৬৭০৮	৯০%	১৩১৪২৩১
২০১৩-১৪	১০১২৫০০	৮৩৮৬২৮	৮৩%	২৪৫০০০০	২৪৬১৬৮১	১০০%	১৭৩০৮১১
২০১৪-১৫	৭৮৬০৫৬	৮৭৮৩৬০	১১২%	২৭০০০০০	২৬৩৮৫৩৩	৯৮%	১৮৮১৫১৭
২০১৫-১৬	১০৯৫০০০	১০০৭৪৯৮	৯২%	২৮০০০০০	২২৯১৪৫২	৮২%	১২৯২৯১৯
২০১৬-১৭	৯২৮০০০	৯২২৭১৭	৯৯%	২৫০০০০০	২৩৬৫৭৩৭	৯৫%	১১৫৩৩২৪
২০১৭-১৮	৯৪৩৯৭৪	৭৬৪০০৬	৮১%	২৫০০০০০	২৪২৭৪৬৭	৯৭%	১৪১৯১৪৮
২০১৮-১৯*	৮১০০০০	৫৯৭১১৫	৭৪%	২৫৫০০০০	২১০৩১৪৭	৮২%	১৬১৮৮১৩

উৎসঃবাংলাদেশ রসায়ন ইন্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

- **বিসিআইসি'র চলমান কতিপয় প্রকল্প**

শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি) (৩য় সংশোধিত)

দেশে ইউরিয়া সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাৎসরিক ৫.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন অত্যাধুনিক শাহজালাল ফার্টিলাইজার কারখানায় গত ১ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে বাণিজ্যিকভাবে ইউরিয়া সার উৎপাদন শুরু হয়েছে।

সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প

দেশের কৃষক/জনগণের নিকট সার বিতরণ সুবিধার জন্য জিওবি ও বিসিআইসি'র যৌথ আর্থিক সহায়তায় 'সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পটি নেয়া হয়েছে।

ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প (জিপিইউএফপি)

ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানা লিঃ (ইউএফএফএল) এবং পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা লিঃ (পিইউএফএফএল) এর উৎপাদিত সারে ব্যবহৃত সমপরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উচ্চতর উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে 'ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প (জিপিইউএফপি)' প্রকল্প নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দৈনিক গ্রানুলার ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২,৮০০ মে. টন।

সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ

দেশের কৃষক/জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত সার পৌঁছে দেওয়ার সুবিধার জন্য 'সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো দেশে

সারের মজুদ সুনিশ্চিত করে কৃষকদের সহায়তা করার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে দেশের স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা।

- **দেশে শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে বিসিআইসি কর্তৃক গৃহিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ**

(১) বাংলাদেশ গ্লাসশীট ফ্যাক্টরী;

(২) ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (UF-85) স্থাপন প্রকল্প;

(৩) বিদ্যমান ডিএপি, রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম প্রাঙ্গনে একটি নতুন ডাই-এ্যমোনিয়া ফসফেট কারখানা/এনপিকেএস কারখানা স্থাপন প্রকল্প; এবং

(৪) বিদ্যমান কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, রাংগামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রাঙ্গনে একটি নতুন ইন্ট্রিগ্রেটেড পাল্প এন্ড পেপার মিল স্থাপন প্রকল্প।

৩) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকল, ১টি ডিষ্টিলারী ইউনিট, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ১টি জৈবসার কারখানা ও ৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চিনিকলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৬৬,১৬২.১০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ডিষ্টিলারি ইউনিটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫০ লক্ষ প্রুফ লিটার এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৩২.৩০ লক্ষ প্রুফ লিটার ডিষ্টিলারি পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। প্রকৌশলজাত পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১,২৫০.০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৬৮১.৫০ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে বিএসএফআইসি কর্তৃক শুল্ক ও কর বাবদ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৪৮.৫৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার এবং ই-গভর্নেস এর বিষয়ে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- ই-পুর্জিঃ ই-পুর্জি একটি বহুল প্রশংসিত উদ্যোগ। এর মাধ্যমে আখ চাষিগণ মোবাইলের মাধ্যমে পুর্জি (purchase order) পেয়ে আসছেন। এ উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে আখচাষিগণ http://epurjee.surecashbd.com ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সহজেই পুর্জি সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারছেন।
- ই-পুর্জি ব্যবস্থাপনায় সফলতার পর সেবার পরিধি আরও বিস্তৃত করতে চালু করা হয়েছে ই-গেজেট। এর মাধ্যমে আখ চাষিগণ ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে অনলাইনে পুরো মৌসুমের কেন্দ্র ও ইউনিটভিত্তিক আখ ক্রয়ের আগাম কর্মসূচি দেখতে পারেন। সফটওয়্যার Develop করে ২০১৪-১৫ আখ মাড়াই মৌসুম হতে পরীক্ষামূলকভাবে ফরিদপুর চিনিকলে ই-গেজেট চালু করা হয়েছে; যা ২০১৮-১৯ আখ মাড়াই মৌসুমেও সকল চিনিকলে সফলভাবে চলছে।
- ই-পেমেন্টঃ ই-পুর্জি ও ই-গেজেট প্রচলনের পর চিনিকলগুলোতে ২০১৫-১৬ মাড়াই মৌসুম হতে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখের মূল্য পরিশোধের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা রুপালী ব্যাংক 'শিওর ক্যাশ' এর মাধ্যমে সকল চিনিকলে একযোগে চালু হয়েছে। এর ফলে চিনিকলে আখ সরবরাহকারী আখ চাষিগণ ঝামেলামুক্তভাবে খুব সহজেই ঘরে বসে মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে আখের মূল্য ও প্রণোদনা বাবদ ভর্তুকিমূল্য প্রাপ্তির সুযোগ পাচ্ছেন।
- সকল নাগরিক সেবা অনলাইনে প্রদানঃ যে কোন স্থান হতে যে কোন সময় সকল নাগরিক সেবা অনলাইনে (www.bsfic.gov.bd) দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৪) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি যথা- বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার, ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে অবদান রাখছে। তাছাড়া, বিএসইসি বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর

সাইকেল ইত্যাদির সংযোজনমূলক উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অধিকন্তু, প্রতিষ্ঠানসমূহ জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, সেফটি রেজর ব্লেড উৎপাদন করে। উল্লেখ্য বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্রতিটি পণ্য উচ্চ আন্তর্জাতিক গুণগত মানসম্পন্ন (ISO সনদপ্রাপ্ত) এবং ক্রেতার নিকট সমাদৃত।

বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ৭৩৩.৯৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ৮৬৩.১৭ কোটি টাকা বিক্রয় করে ৭৮.৯৬ কোটি টাকা মুনাফা (করপূর্ব) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে **২৭৭.৬৭** কোটি টাকা (ভ্যাট-ট্যাক্স) প্রদান করেছে।

বর্তমানে বিএসইসি'র উৎপাদনরত আটটি প্রতিষ্ঠানে জুলাই ২০১৮ - ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৪৩৯.৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আটটি চালু প্রতিষ্ঠানে ৭৫০.৭৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। বিএসইসি'র উৎপাদনরত আটটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে জুলাই ২০১৮-ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সময়ে বিক্রয় করা হয় ৩৯৮.৮৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী। বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী আটটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৮৯৪.৪৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হবে বলে আশা করা যায়।

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য উচ্চ গতির ইন্টারনেট সংযোগ, ই-মেইল ও ওয়েবসাইট (www.bsec.gov.bd) চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে এবং তা জাতীয় তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কম্পিউটারসমূহের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ ও তথ্য/ডকুমেন্ট আদান-প্রদানের নিমিত্ত LAN (Local Area Network) করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন তথা সরকারী কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকারি নির্দেশনানুযায়ী দাপ্তরিক কার্যক্রমে ই-নথি ব্যবস্থাপনা চালু এবং ক্রয় কাজে বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ের নির্মাণ ও প্রকৌশল বিভাগ, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইস্টার্ণ টিউবস লি. ও বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লি. এ ই-জিপি (ইলেকট্রনিক গভঃ প্রকিউরমেন্ট) চালু করা হয়েছে। এছাড়া দাপ্তরিক কার্যক্রম অটোমেশনে একটি ERP (Enterprise Resource Planning) সফটওয়্যার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সারণি ৮.৭ -এ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী এবং সারণি ৮.৮ -এ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিএসইসি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ৮.৭ বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯ (জুলাই-জুন)
মুনাফা	৯১.৪০	১০৫.৫৯	৯৮.৮৮	৮৪.৫৪	৯৫.৪১	৯৬.৬৮	১০২.৮৭	১৯.৯২
লোকসান	১৩.৬৮	১০.৬২	৯.৩০	১২.৯৬	৯.১৯	১৯.৬০	২৩.৯১	২০.৭৯
নীটলাভ/(লোকসান)	৭৭.৭২	৯৪.৯৭	৮৯.৫৭	৭১.৫৭	৮৬.২২	৭৭.০৮	৭৮.৯৬	(০.৮৭)

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।

সারণিঃ ৮.৮ বিএসইসি'র রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯ (জুলাই'১৮-ফেব্রুয়ারি'১৯)
কর ও শুল্ক	৪৭২.১১	৪৩৪.৩৪	২৫৬.৯৮	২৪৫.৬৬	২৪৩.১৩	১৯০.১৪	২৭৭.৬৭	২২১.৫৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।

৫) বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন -এর কার্যক্রম শিল্প ও কৃষি (রাবার) দুটি সেক্টরে বিভক্তঃ

ক. শিল্প সেক্টরঃ শিল্প সেক্টরের আওতায় সাতটি শিল্প ইউনিট রয়েছে। এর মধ্যে দুটি ইউনিট পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত এবং বিএফআইডিসি'র রাবার বাগানের জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ আহরণ কাজে নিয়োজিত।

বর্ণিত দু'টি ইউনিটের মধ্যে একটি এবং অবশিষ্ট পাঁচটি ইউনিটের মধ্যে একটি শিল্প ইউনিট কাঠ সিজনিং এবং ট্রিটমেন্ট কাজও করে থাকে। অপর চারটি ইউনিটে দরজা-জানালা, চৌকাঠ, ডানেজ, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ এবং উন্নতমানের আসবাবপত্র বাণিজ্যিকভাবে তৈরি হয়ে থাকে।

খ. কৃষি (রাবার) সেক্টরঃ বিএফআইডিসি ১৯৬২ সন থেকে এ যাবত ৩২,৬৩৫.০০ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা, ভূমিক্ষয় ও ভাঙ্গনরোধসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং পশ্চাৎপদ গ্রামীণ জনপদে অর্থনৈতিক কর্ম-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

রাবারের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএফআইডিসি প্রাইভেট সেক্টরে রাবার চাষ সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিএফআইডিসি'র উৎপাদিত কাঁচা রাবার স্যান্ডেল, হাল্কা যানবাহনের টায়ার-টিউব, হোস পাইপ, বাকেট, গ্যাস্কেট, অয়েল সিল, টেক্সটাইল, জুটমিলের স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনে বাস্তবায়িত এবং বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকান্ড সমূহ নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশ রাবার নীতি- ২০১৪ কার্যকর হয়েছে।
- নিজস্ব অর্থায়নে গত আট বছরে (২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭) ৪,৩০০ একর পুনঃ রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে শ্রীমঙ্গলে ১,৪১১.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে 'রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান সৃজন প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০১৭ মাসে সমাপ্ত হয়েছে, যাতে ৫৭২.৯২ লক্ষ টাকা খরচে ৫৫০ একর রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ৪৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিমেন্ট বন্ডেড পার্টিকেল বোর্ড স্থাপন পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় ২৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ভাটেরা রাবার বাগানের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্যন্ত।

গ.বস্ত্র খাত

গার্মেন্টস ও বস্ত্র খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি দ্রুত বিকশিত সেক্টর। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এ সেক্টর জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পে যৌথভাবে নিয়োজিত প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিকের প্রায় ৮০ শতাংশই নারী শ্রমিক। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি পোশাক খাত হতে রপ্তানি আয় ২৭৫৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা উক্ত সময়ে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৩.৯০ শতাংশ ।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি)

বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর (অক্টোবর ২০১৭) পর্যন্ত সময়ে মোট ৮,২৬৫.৫০ লক্ষ কেজি সূতা উৎপাদন করেছে,যার মধ্যে নিজস্ব সূতা উৎপাদনের পরিমান ৭,২৮২.৯২ লক্ষ কেজি এবং সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে সূতা উৎপাদনের পরিমান ৯৮২.৫৮ লক্ষ কেজি। বিটিএমসি'র নিজস্ব কাপড় উৎপাদনের পরিমান ৮,১৪৯.৯৮ লক্ষ মিটার। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে কম্পোজিট মিলসমূহের বুনন বিভাগ বন্ধ করার পর থেকে বিটিএমসিতে কাপড় উৎপাদন হয় না। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর (অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত) সার্ভিস চার্জ বাবদ আয়ের পরিমাণ ৪৮৪.৬৩ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সূতা উৎপাদন কার্যক্রমের উপর একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি ৮.৯ এ দেয়া হলো।

সারণি ৮.৯ বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদন

অর্থবছর	স্পিন্ডল (টাকু) এর স্থাপিত ক্ষমতা		সুতা উৎপাদনের পরিমান
	সংখ্যা	ব্যবহার (%)	লক্ষ কেজি
২০০৯-১০	১৭৬৫১২	১১	১১.৪৬
২০১০-১১	১৭৬৫১২	৪৩	২৪.০৫
২০১১-১২	১৭৬৫১২	২০	৯.৩৬
২০১২-১৩	১৬৮৯৬৮	১৬	১৬.৬৮
২০১৩-১৪	১৮৬২৬৪	২০	১৯.৮০
২০১৪-১৫	১৯৯৬০৮	২০	২০.৪৮
২০১৫-১৬	১৯৮৭৯২	২৩	২২.৩৭
২০১৬-১৭	১৬৯৪৭২	২৯	২০.৪৭
২০১৭-১৮*	১৫২১৭৬	২২	৪.৯৮

উৎসঃ বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন * অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত।

বিগত বছরসমূহে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে পরিচালিত মিলসমূহে লোকসানের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এ অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে ৬টি মিল ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের নভেম্বর হতে অদ্যাবধি ভাড়ায় চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত টেক্সটাইল মিলসমূহের মধ্যে বিটিএমসি'র ১৬টি মিল পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে পরিচালনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিল, ডেমরা, ঢাকা এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিল, টঙ্গী, গাজীপুর মিল দুটি পিপিপি এর মাধ্যমে পরিচালনার জন্য Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) হতে নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয় । পরবর্তীতে ২টি আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং নির্বাচিত Preferred Bidder-দ্বয়ের বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। আশা করা যাচ্ছে পিপিপি কার্যক্রম অতি শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তবে রূপ লাভ করবে।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাঁত শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। আমাদের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের অবস্থান। নারী কর্মসংস্থানেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশে হস্তচালিত তাঁত শিল্প তথা তাঁতিদের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে সর্বপ্রকার সহায়তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশে মোট তাঁত সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬টি। এর মধ্যে ৩,১৩,২৪৫টি তাঁত সচল এবং ১,৯২,৩১১টি তাঁত অচল রয়েছে। তাঁত অচল থাকার প্রধান কারণ চলতি মূলধনের অভাব। এ শিল্পে সারা বছর প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। সর্বশেষ তাঁত শুমারি অনুযায়ী বছরে প্রায় ৬৮.৭০ কোটি মিটার তাঁত বস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি তাঁত শিল্প যোগান দিয়ে আসছে। এ শিল্পের বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ১,২২৭ কোটি টাকা। তাঁত বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত তাঁতি সমিতির দরিদ্র প্রান্তিক তাঁতি সদস্যদেরকে (১-৫ তাঁতের মালিক) গ্রুপের মাধ্যমে সংগঠিত করে চলতি মূলধন সরবরাহ করার লক্ষ্যে মোট ৫,০১৫.৬০ লক্ষ টাকা (যার মধ্যে ঋণের পরিমাণ ৪,৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকা) বিনিয়োগ ব্যয়ে 'তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটিতে ঋণের অর্থের সুদ রিভলবিং ফান্ড হিসেবে তাঁতিদের মাঝে বিতরণ করার বিধান রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৪৪,০৯৩ জন তাঁতিকে ৬৫,৫৫৫টি তাঁতের বিপরীতে মোট ৭,৪৪৫.৭১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত ঋণের কিস্তি বাবদ ৫,৪০৬.৪৪ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং আদায়ের হার ৭১.৫৭ শতাংশ। প্রকল্পের ঋণের অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়নের ৫ বছর পরে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। সে অনুসারে এ পর্যন্ত গৃহীত ঋণের ৪,৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪,০০৮.৮২ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের রেশম শিল্প

রেশম একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৬.৫০ লক্ষের অধিক জনগোষ্ঠী রেশম শিল্পের সাথে জড়িত, যাদের বেশিরভাগই মহিলা। রেশম শিল্পের যাবতীয় কর্মকান্ড একদিকে কৃষিনির্ভর অন্যদিকে শিল্পনির্ভর। এই কারণে চীন এবং ভারতের ন্যায় এ শিল্পের উন্নয়নে ভর্তূকি প্রয়োজন। বাংলাদেশে এক বছরে ৪ বার রেশমের চাষ হয়। তুঁত পাতা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলে এক বছরে ১২ বার পর্যন্ত রেশম চাষ করা সম্ভব। তুঁত গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রাখতে সহায়তা করে। চীন, ভারত ও অন্যান্য অনেক দেশেই এ শিল্প তাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও রেশম শিল্প অবদান রাখতে পারে।

রাজশাহীর রেশম এক সময় বেঙ্গল সিল্ক নামে সুপরিচিত ছিল। নব্বই এর দশকে এ শিল্পের চাঙ্গাভাব থাকলেও সিল্ক ফাউন্ডেশনের উদ্ভব এবং বিনা ট্যারিফে চীন ও ভারত থেকে রেশম বস্ত্র ও সুতা আমদানির কারণে এ শিল্পের ব্যাপক ধ্বস নামে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ শিল্প আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

রেশম শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন একীভূত হয়ে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে।

২০০২ সালে রাজশাহী রেশম কারখানা বন্ধ হওয়ার দীর্ঘ ১৬ বছর পর কারখানায় স্বল্প পরিসরে উৎপাদন শুরু হয়েছে। রেশম উন্নয়ন বোর্ডের অধীন রাজশাহী রেশম কারখানার ১১টি পাওয়ার লুমের উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং আরও ৮টি পাওয়ার লুমের মেরামত প্রক্রিয়াধীন। রাজশাহী রেশম কারখানার মোট ৩৮টি পাওয়ার লুম উৎপাদনে নিয়ে

যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। রেশম চাষীদের আরও বেশি সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১০ হাজার রেশম চাষীকে সামাজিক বেষ্টনীর মাধ্যমে অর্থ সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রেশম চাষে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে গত ১০ বছরে ১০,২০১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

ডিজিটাল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তুঁতচাষী ও পলুপালনকারীদের মোবাইল SMS এর মাধ্যমে কারিগরি তথ্য প্রেরণ করা হচ্ছে। অধিকতর স্বচ্ছতার জন্য তুঁত চাষীদের উৎপাদিত গুটির ন্যায্য মূল্য মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রসারে রেশম উন্নয়ন বোর্ড অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। বোর্ডের নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল চালু রয়েছে যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ই-জিপি কার্যক্রমসহ বোর্ডের ফেইসবুক পেজ চালু রয়েছে।

২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৮.১০-এ দেওয়া হলোঃ

সারণি ৮.১০ঃ সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশমগুটি (লক্ষ কেজি)	রেশমসুতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্রঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)	
				রেশম চাষি	রেশম তাঁতি
২০১০-১১	৪.৬৭	১.৭৬	২.১৬	-	-
২০১১-১২	৪.৪৩	১.৮০	২.৬৭	-	-
২০১২-১৩	৪.৪৩	১.২২	১.৬৪	-	-
২০১৩-১৪	৪.১৭	০.৯৮	০.৬৬	বিতরণঃ২৩১.৩০ আদায়ঃ২০৫.৩৯	বিতরণঃ৪১.২৭ আদায়ঃ৩৬.১৮
২০১৪-১৫	২.৬৫	০.৫৬	০.৬৪	বিতরণঃ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২০৬.০৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ৩৬.৪৮(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৫-১৬	৩.৮০	১.৪৬	০.১২	বিতরণঃ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২১০.২০ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ৩৬.৮২(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৬-১৭	২.৪৭	০.৫২	০.৩৬	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২২২.১৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৭.০৯ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৭-১৮	৪.১৬	৯৯.০০	০.৯৩	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৮-১৯*	৩.১৬	৮৭.০০	০.৪৯	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২২২.৩৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৭.১০ (ক্রমপুঞ্জিত)

উৎসঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড *ফেব্রুয়ারি ২০১৯পর্যন্ত।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারেগপ্রই)

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দেশে রেশমের উপর গবেষণা প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটিতে ১টি প্রশিক্ষণ শাখা এবং ৫টি গবেষণা শাখা আছে, যথাঃ ১) তুঁতচাষ শাখা, ২) রেশমকীট শাখা, ৩) সেরি-রসায়ন শাখা, ৪) সেরি-রোগতত্ত্ব শাখা, এবং ৫) রেশম প্রযুক্তি শাখা। এছাড়াও আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরএসআরসি), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি এবং জার্মপ্লাজম মেইনটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়-এ শাখা রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক সিল্ক রিলিং প্রযুক্তিসহ ২টি উচ্চ ফলনশীল তুঁতজাত ও ৩টি উচ্চ ফলনশীল আবহাওয়া

উপযোগী রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমানে উচ্চফলনশীল তুঁতজাতের সংখ্যা ১৫টি এবং উচ্চফলনশীল রেশমকীটের জাতের সংখ্যা ৪৮টি। তুঁত ও রেশমকীটের জার্মপ্লাজম ব্যাংকে ৮১টি তুঁতজাত এবং ১১১টি রেশমকীটের জাত সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল তুঁত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের ফলে বছরে হেক্টর প্রতি তুঁতপাতার উৎপাদন ৩৭-৪০ মেট্রিকটন এর স্থলে ৪০-৪৭ মে. টনে এবং প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে রেশমগুটির উৎপাদন ৬০-৭০ কেজির স্থলে ৭০-৭৫ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। ১০-১২ কেজি রেশমগুটির স্থলে এখন ৮-৯ কেজি রেশমগুটি হতে ১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৯০ জন জনকে স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন এনজিও এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন।

রেশমচাষ কার্যক্রম উদ্ভিদ ও প্রাণি উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে ও পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিএসআরটিআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলে দেশে গ্রাম অঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

স্বাধীনতার পর ৮২টি পাটকল নিয়ে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন গঠিত হয়। বর্তমানে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিল-কারখানার সংখ্যা ২৬টি। বিজেএমসি'র মিলসমূহে প্রধানত হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ (সিবিসি) উৎপাদিত হয়। এছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সূতা, জিওজুট, কটন ব্যাগ, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটকলসমুহের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন হয়েছে মোট ৬০,৩৩৬ মেট্রিক টন, যা গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ১,৩২,০৮৪ মেট্রিক টন।

বিজেএমসি পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ২২,২৩৪ মেট্রিক টন ও রপ্তানি আয় ২৭৯.৩৩ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ পুরো অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে ৮৬,৭৪৩ মেট্রিক টন ও ৮২৮.০২ কোটি টাকা। এছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিজেএমসি মিল কর্তৃক স্থানীয় পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য যথাক্রমে ২৩,৫৪৭ মেট্রিকটন ও ২৫৭.৮৯ কোটি টাকা, যা ২০১৭-১৮ পুরো অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২৪,৬২০ মেট্রিক টন ও ৩৩১.৯০ কোটি টাকা।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, নতুন ডিজাইন ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বাজারজাতকরণ কৌশল উন্নয়নের মাধ্যমে বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার সম্প্রসারণের অভিলক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০২ সালে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সোনালি আঁশ নামে খ্যাত পাটের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে এর ব্যাপক ব্যবহার, প্রসার ও গবেষণার সুযোগ তৈরির উদ্দেশ্য অর্জনই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। উচ্চমূল্য সংযোজিত করে উন্নতমানের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে গতিশীল ও স্থায়ীকরণে জেডিপিসি'র গুরুত্ব অপরিসীম।

জেডিপিসি'র মূখ্য কার্যক্রমঃ

- বহুমুখী পাটশিল্পে উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বহুমুখী পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলা, ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন;
- জুট ডাইভারসিফাইড প্রডাক্ট উপযোগী ডিজাইন উন্নয়নে গবেষণার জন্য Research &Development Institution এর গবেষণাকারীদের সহায়তায় ডিজাইন উন্নয়ণ করে তা বাণিজ্যিকিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা কর্মশালা/উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন;
- উদ্যোক্তাদের সহজ ও সুলভমূল্যে কাঁচামাল প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;
- উদ্যোক্তাদের জন্য নিত্য নতুন ডিজাইন উন্নয়ন ।

পাট অধিদপ্তর

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসায়ে অনিয়ম রোধকল্পে পাট অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। পাট অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- পাট আইন, ২০১৭ (পাট অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এবং পাট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ১৯৬৪) প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;
- পাট ও পাটপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ;
- পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি, বার্ষিক মজুদ ও মূল্য সম্পর্কিত তথ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংকলন; এবং
- পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ ও বিধিমালা-২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি।

পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন এবং বিভিন্ন শ্রেণির পাটপণ্য ব্যবসায়ের লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুলাই ১৯৯৫ থেকে কাঁচাপাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বেল প্রতি ২ টাকা এবং পাটপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্যের ১০০ টাকায় ০.১০ টাকা হারে রাজস্ব আদায় অব্যাহত আছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৩৮৫.১৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৭৮৬.০৬ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে।

পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন মূলতঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা ও বাজার মূল্যের উপর নির্ভরশীল। এসব কারণে পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের ব্যাপক উঠা-নামা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দেশে পাট উৎপাদন ৭৪.৩৯ লক্ষ বেল, রপ্তানি ৪.৭৩ লক্ষ বেল ও রপ্তানি মূল্য ৩৯২.০১ কোটি টাকা এবং পাটপণ্য উৎপাদন ৫.২৩ লক্ষ মে. টন, রপ্তানি ৪.১৪ লক্ষ মে. টন ও রপ্তানি মূল্য ৩,০৪৪.৩২ কোটি টাকা ছিল।

ঘ. বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশ এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেড যথাঃ চট্রগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড রয়েছে। ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৭২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৪৭০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ১০২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেড এ ১৬১টি, ঢাকা ইপিজেড এ ১০২টি, মংলা ইপিজেড এ ৩০টি, ঈশ্বরদী ইপিজেড এ ১৮টি, কুমিল্লা ইপিজেড এ ৪৭টি, উত্তরা ইপিজেড এ ১৮টি, আদমজী ইপিজেড এ ৫২টি এবং কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে।

ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৪,৮৮৪.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরের প্রথম ৮ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২০৩.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ হতে ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানীর পরিমাণ ৭১.৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬,৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫,০১৭.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট জাতীয় রপ্তানির ১৯.৬৫ শতাংশ ইপিজেড হতে রপ্তানি হয়েছে।

বেপজা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৫,০০০ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে । চলতি অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে বেপজার ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ১২,২৪৯ জন বাংলাদেশী নাগরিকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে।

সারণি ৮.১১-এ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১১ ইপিজেড ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৬১	৯	১,৬৯১.৫০	৩০,৪৭৩.৪২	২০০,৪৭১
ঢাকা ইপিজেড	১০২	৯	১,৪০৮.৮২	২৬,২৯৫.৯৮	৯৩,৭৫৫
আদমজী ইপিজেড	৫২	১৭	৫০৫.৩৪	৪,১৯৯.০৮	৬০,৩৩৪
কুমিল্লা ইপিজেড	৪৭	৩০	৩৩৬.৮১	২,৭৪৭.৫২	৩৩,২৯১
কর্ণফুলী ইপিজেড	৪২	৪	৫৫৭.২৫	৫,৪৭৪.৯৬	৭৬,৫৩৬
ঈশ্বরদী ইপিজেড	১৮	১২	১৪০.১২	৭৭৯.৪৯	১১,৬৯৪
মংলা ইপিজেড	৩০	১৩	৬৫.৫২	৫৯৭.৯৪	৪,২৬৬
উত্তরা ইপিজেড	১৮	৮	১৭৮.৬৪	১০১৪.৪১	৩৩,৯১৫
মোট	৪৭০	১০২	৪,৮৮৪.০১	৭১,৫৮২.৮১	৫১৪,২৬২

উৎসঃ বেপজা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত

সারণি ৮.১২-এ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১২ ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রমিক নং-	উৎপাদিত পণ্যের নাম	উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোষাক শিল্প	১১৬	১,৮০৮.২১	৩০৫,১৭৩
২.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৯৬	৬৬৮.৩৬	২৫,৩৫৯
৩.	টেক্সটাইল	৩৯	৬৬২.৮৪	২৭,৭০৯
৪.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	৩১	৩১৫.৭৪	২৯,৫৫১
৫.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	২৮	২৭৮.৫৯	৩৪,৬১৮
৬.	টেরি টাওয়েল	১২	১১৮.১৩	৯,১৯০
৭.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স	১৯	১৬১.৪৮	৪,৫৩৩
৮.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১৩	৭৫.৬৭	৬,২৬৩
৯.	ধাতব শিল্প	১১	৩৫.৬৩	১,৩২৫
১০.	কৃষিজাত শিল্প	৮	৪০.০৯	৮৮
১১.	তাবু	১৪	১৪০.২৪	১৬,৮৩৯
১২.	সেবা খাত	৮	৪৮.৯৪	১১০৫
১৩.	টুপি	৬	৬৮.২১	৭,৮৪১
১৪.	কেমিক্যাল শিল্প	৭	২৭.৮৯	৮৬৯
১৫.	আসবাবপত্র	৩	৪০.৮৯	১,২৭৪
১৬.	মোড়ক সামগ্রী	৩	৪৪.৫০	১৪৯
১৭.	বিদ্যুৎ শিল্প	২	১০৭.৬৯	১৬৯
১৮.	রশি	৩	১২.৬৪	৫৮১
১৯.	স্পোর্টস পণ্য	৩	১৯.৫৫	১,৯৪৯
২০.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	১	৪২.৪৬	৭৮২
২১.	খেলনা	১	৪০.৫৮	৩,৮৭৪
২২.	বিবিধ	৪৬	১২৬.০১	৩৫,০২১
	সর্বমোট	**৪৭০**	**৪,৮৮৪.০১**	**৫,১৪,২৬২**

উৎসঃ বেপজা ,ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত

সারণি ৮.১৩-এ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলোঃ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ইপিজেড বিনিয়োগ ও

সারণি ৮.১৩- ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
ঢাকা	বিনিয়োগ	৭২.৩৮	৭৭.১৭	৬৮.৪৫	১২৫.৭৯	৮৪.০২	৮০.৬৩	৬৮.৬৯	৬৮.৬৯	৪৮.০১
	রপ্তানি	১৫২১.৭৮	১৬১৪.৪৫	১৭৮০.৭০	১৯৩৭.৫০	১৯৯৭.৫০	২১৮৩.৯০	২২০০.৩	২২০০.৩	১৫২০.৩২
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	৮৫.৮৪	১০১.৭৪	১৩৩.৮৪	১০৯.৪৬	১৫২.০২	১১০.৭১	৮৬.১৯	৮৬.১৯	৪৮.৪৯
	রপ্তানি	১৬৬৬.৮৮	১৮৮৩.৮১	২০৯৫.১২	২২৬১.৬১	২৩৮৩.৭৬	২৪১৯.৭১	২,৪৪২.২০	২,৪৪২.২০	১,৫৫৪.২৫
মোংলা	বিনিয়োগ	০.৭৭	০.০৮	৩.৫২	৫.১০	৮.২৭	১৮.৯৮	১১.৭৮	১১.৭৮	৬.৫১
	রপ্তানি	২৭.৯৩	৫৪.২৪	৭৪.১০	৭৭.২৮	৮৪.২৬	৭৪.৬৬	৫২.৫৫	৫২.৫৫	৬০.৫৩

ইপিজেড		২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	৩৬.২৬	২০.০৭	২১.০৬	২৩.৩৯	২৩.৪১	৩০.১৮	৩১.৫১	৩১.৫১	২১.৩০
	রপ্তানি	১৪৫.৪৬	১৪৮.৩৬	১৭৬.৯৩	২০৯.৪১	২৭৪.৬৩	৩০৮.৩৩	৪০৮.২৬	৪০৮.২৬	৩২০.২৬
উত্তরা	বিনিয়োগ	১১.৯৮	৫.৯৭	২০.৬২	১৭.২৭	১৯.৮৯	৩৩.৫৩	২০.৪২	২০.৪২	১৯.৬৪
	রপ্তানি	৬.৭৭	১৬.০৩	২০.৩৮	৩৩.২২	৮৭.৯৯	১৮৮.৮০	২২৪.৯৩	২২৪.৯৩	২০৬.৯১
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	২১.৪০	১৭.৮৫	৫.১২	৩.১৫	৫.৪২	১৫.১১	২০.১৭	২০.১৭	৩.৩৫
	রপ্তানি	২৫.৯৬	৪১.৫৩	৫৫.৭১	৯৩.১৬	১০৮.২৬	১১৪.৭৪	১৩১.৩৯	১৩১.৩৯	৯৬.৭৯
আদমজী	বিনিয়োগ	৩৭.০৫	৩৪.৫৫	২৯.৯৯	৭৩.৭৫	৪৮.৫১	৫৪.৭০	৫০.১৬	৫০.১৬	৩৩.৬৪
	রপ্তানি	১৬৪.৬৮	২০৭.৩২	২৭৪.১০	৩৮৬.২০	৪৬৭.৪০	৫৬২.৯০	৭৬২.০৬	৭৬২.০৬	৫৪১.৮১
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	৪৭.৫৬	৮১.৮৩	৪৫.৯৩	৪৪.৬৭	৬৪.৮১	৬০.৫১	৫০.৬৭	৫০.৬৭	২২.২২
	রপ্তানি	১৩৮.১৬	২৪৫.০৫	৩৭৯.৬১	৫২৬.৮৫	৭০৯.৭৪	৮২৩.২৮	৯৭৬.৮৫	৯৭৬.৮৫	৭১৬.৫৪

উৎসঃবেপজা, * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত

এ যাবৎ ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পাকিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, কুয়েত, রুমানিয়া, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৮টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

দেশের ইপিজেডসমূহ রপ্তানি বহুমূখীকরণে ও বৈচিত্রায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বতর্মানে দেশের ইপিজেডসমূহে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, গাড়ির যন্ত্রাংশ, মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বিদ্যুৎ, বাইসাইকেল, ব্যাটারী, গলফ শ্যাফট, জুতা ও জুতার এক্সসোরিজ, টেক্সটাইল, এনার্জি সেভিং বাল্ব, আসবাবপত্র, তাঁবু, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস ও হলিউড মাস্ক, চশমা, খেলনা, পোশাক, উইগ ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

বেসরকারি বিনিয়োগে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য ইপিজেডে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ চুক্তি অনুসারে, বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা পূরণের পর উৎপাদিত উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ ও বিক্রয় করতে পারে। সুতরাং, ইপিজেডস্থ বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ ইপিজেডের বাইরের এলাকার বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বেপজা কর্তৃক ইপিজেডসমূহে ২২৯ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল এবং ইপিজেডের অভ্যন্তরের রাস্তায় ৮০০টি সোলার লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে এনভায়রনমেন্ট ল্যাব, বেসরকারি উদ্যোগে আদমজী, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ইপিজেডে পানি পরিশোধনাগার (WTP) চালু করা হয়েছে। এছাড়া, বেসরকারি উদ্যোগে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং কুমিল্লা ইপিজেডে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (CETP) চালু করা হয়েছে। কারখানাসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়মিত তদারকি করার জন্য ৩০ জন পরিবেশ কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০১৮ সালে বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্রম পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ জন সোস্যাল কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে ৮টি ইপিজেডের জন্য ৩ জন কন্সিলিয়েটর (মীমাংসাকারী) এবং ৩ জন আরবিট্রেটর (সালিশকারী) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেডস্থ শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র নতুন শ্রম আইন ''বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯'' প্রণয়ন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল ইপিজেডে প্রসেস অটোমেশন সিষ্টেম (Online Export & Import Permit, Bill Collection, Work Permit, Pay Roll Management etc.) চালু করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিষ্টেম, ইনটার-এক্টিভ (Interactive) ওয়েবসাইট, ইপিজেডসমূহে Wi-Fi স্থাপন এবং Remote Communication Electrical Meeting System স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেড এবং ইপিজেডে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ইপিজেডসমূহে CCTV Surveillance System প্রবর্তন এবং Metal Archway, Automated Access Control Gate ইত্যাদি স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

লন্ডন ভিত্তিক FDI ম্যাগাজিন The Financial Times এর জরিপে চট্টগ্রাম ইপিজেড বিশ্বের ৭০০ টি ইকোনোমিক জোন এর মধ্যে Cost Effective Zone Category-তে তৃতীয় স্থান এবং Best Economic Potential 2010-2011 Category-তে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে (FDI ম্যাগাজিন, জুন-জুলাই'১০ সংস্করণ)। চট্টগ্রাম ইপিজেড লন্ডন ভিত্তিক FDI ম্যাগাজিন The Financial Times এর জরিপে FDI Global Free Zone of the future 2012/2013 ক্যাটাগরিতে নবম স্থান অর্জন করেছে।

ঙ. অন্যান্য শিল্প

ঔষধ শিল্প

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে ঔষধ প্রাপ্তি মূলত আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে অনেক উচ্চ মূল্যে জনগণকে ঔষধ ক্রয় করতে হতো। বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ দেশে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে শুধুমাত্র কিছু হাইটেক প্রোডাক্ট (ব্লাড বায়োসিমিলার প্রোডাক্ট, এন্টিক্যান্সার ড্রাগ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি) আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঔষধ আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মানসম্পন্ন ঔষধ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৫৪টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উন্নত বিশ্বের ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ১৪৬টি দেশে রপ্তানি করছে এবং ঔষধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ২৭২টি এলোপ্যাথিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বছরে ২৯,৫৫৮ ব্রান্ডের ২২,০০০ কোটি টাকার ঔষধ উৎপাদন করছে। এছাড়াও দেশে ২৭১টি ইউনানী, ২০৫টি আয়ুর্বেদিক, ৭৮টি হোমিওপ্যাথিক এবং ৩২টি হারবাল ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সারণি ৮.১৪-এ দেশের ঔষধ রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৮.১৪ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি

(কোটি টাকায়)

বছর	প্রস্তুতকৃত ঔষধ	ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি	মোট রপ্তানি	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয় (সংখ্যা)
২০০৯	৩৩৫.২১	১১.৯৬	৩৪৭.১৭	৭৩
২০১০	৩২৭.৪৩	৫.১২	৩৩২.৫৫	৮৪
২০১১	৪২১.২২	৪.৯৩	৪২৬.১৫	৮৭
২০১২	৫৩৯.৬২	১১.৬০	৫৫১.২২	৮৭
২০১৩	৬০৩.৮৭	১৬.০৬	৬১৯.৯৩	৮৭
২০১৪	৭১৪.২০	১৯.০৭	৭৩৩.২৭	৯২
২০১৫	৮১২.৫০	১৯৫.৫৮	১০০৮.০৮	১১৩
২০১৬	২২৪৫.৬০	১.৪০	২২৪৭.০৫	১২৭
২০১৭	৩১৯২.৪৬	৩.৮৬	৩১৯৬.৩২	১৪৫
২০১৮	৩৫০৮.১৭	৬.১২	৩৫১৪.২৮	১৪৬

উৎসঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

চ. শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বিএসটিআই দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা। বিএসটিআই-এর মূল দায়িত্ব পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন, পণ্যের পরীক্ষণ, গুণগতমানের সার্টিফিকেশন, ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন এবং সারা দেশে ওজন ও পরিমাপক সংক্রান্ত মেট্রোলজি ও ক্যালিব্রেশন সার্ভিস প্রদান।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০৩ এর আওতায় অবৈধ ও নিম্নমানের পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধে বিএসটিআই কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২০৫টি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও ৮৮৩টি সার্ভিল্যান্স টিম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ৫৭৫টি মামলা দায়ের করা হয়। অপর দিকে 'ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ, ১৯৮২' এবং 'ওজন ও পরিমাপ আইন (সংশোধনী), ২০০১' এর অধীনে মেট্রোলজি কার্যক্রমের আওতায় পেট্রোল পাম্পসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে বিএসটিআই কর্তৃক মোট ২১৫টি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও ২৪৪টি সার্ভিল্যান্স টিম পরিচালনার মাধ্যমে ৮০৪টি মামলা দায়ের করা হয়। এ সকল মামলায় সর্বমোট ১৬০.৮২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

বিএসটিআই'র বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) থেকে অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে Bangladesh Accreditation Board (BAB) থেকেও উক্ত ল্যাবসমূহ অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। বর্তমানে মোট অ্যাক্রিডিটেড পণ্যের সংখ্যা ৩৫টি এবং টেস্ট প্যারামিটারের সংখ্যা ৪১১টি। এ ছাড়া

Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) যৌথভাবে বিএসটিআই'র National Metrology Laboratories (NML) এর ৬টি ল্যাবকে অ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করেছে। বর্তমানে উক্ত ল্যাবের অ্যাক্রিডিটেশন BAB থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিএসটিআই'র Management System Certification Scheme (MSCS) এর কার্যক্রম বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক অ্যাক্রিডিটেশনপ্রাপ্ত। বিএসটিআই থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 এর উপর **৪৮**টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ISO সনদ প্রাপ্তির জন্য আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে। বিএসটিআই এর সকল কার্যক্রম ও সার্টিফিকেশন আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করেছে। এর ফলে রফতানি বাণিজ্যে সৃষ্ট কারিগরি বাধা অপসারিত হবে এবং দেশীয় পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে অবাধে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।

বিএসটিআই'র উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আইন, ২০১৮ প্রণয়ন
- ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ণ
- জনগণের সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরণ
- রংপুর বিভাগীয় সদরসহ ৪টি জেলায় (ফরিদপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ) বিএসটিআই'র অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপন
- বিএসটিআই'র প্রধান কার্যালয়ে একটি ১০ তলা ভিত্তিবিশিষ্ট বেইজমেন্টসহ ৬ তলা পর্যন্ত অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ
- সার্কভুক্ত ৮টি দেশের মধ্যে পণ্যের অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএসটিআই কম্পাউন্ডে South Asian Regional Standards Organization (SARSO) নামক Regional Standards Body স্থাপন
- ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা International Bureau of Weights and Measures (BIPM) এর এসোসিয়েট মেম্বারশীপ লাভ
- আন্তর্জাতিক মানের Chemical Metrology Laboratory (CML) স্থাপন
- ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে ওজন ও পরিমাপে বিশ্ব মান অর্জনে দেশের শিল্প কারখানায় বিএসটিআই ভ্রাম্যমাণ ক্যালিব্রেশন সেবা চালুকরণ (ক্যালিব্রেশন ভ্যানের মাধ্যমে সরাসরি শিল্প কারখানায় গিয়ে বিএসটিআই ক্যালিব্রেশন সেবা প্রদান করে থাকে)
- HPLC যন্ত্রের সাহায্যে ISO মেথড আনুযায়ী ফ্রুট ড্রিংকস, ফ্রুট সিরাপ, জ্যাম, জেলিসহ খাদ্যজাত পণ্যের প্রিজারভেটিভ পরীক্ষা।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

একটি বিশেষায়িত সরকারি সংস্থা হিসেবে ডিপিডিটি বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর, নতুন ও মৌলিক ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন, ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন, ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনসহ মেধাসম্পদ বিষয়ক অন্যান্য কার্যাবলীও এ অধিদপ্তর পরিচালনা করে থাকে। পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এবং পেটেন্ট ও ডিজাইন বিধিমালা, ১৯৩৩ মোতাবেক পেটেন্ট মঞ্জুর ও ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন করা হয়। ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (ট্রেডমার্ক সংশোধনী আইন, ২০১৫) ও ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন করা হয়। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনও এ অধিদপ্তরে করা যায়। মেধাসম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং শিল্পোন্নয়নে তার ভূমিকা জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার সদস্যভুক্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপিত হয়। বিজ্ঞানী, শিল্পোদোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে নতুন নতুন মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও তা বিপণনের লক্ষ্যে ডিপিডিটিতে TISC (Technology and Innovation Support Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মেধাসম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় জাতিসংঘ কর্তৃক সুপারিশকৃত SDG (Sustainable Development Goal) এর Goal 9 এ মেধাসম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগারগাঁওয়ে অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গত জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি মিলে পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক (সার্ভিস মার্কসহ) এর মোট দরখাস্ত প্রাপ্তি সংখ্যা যথাক্রমে ১৮৮টি, ৮০৭টি ও ৬,২৫০টি। বর্তমানে নতুন পেটেন্ট আইন ও নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন চুড়ান্তকরণের অপেক্ষায় রয়েছে।

নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এ অধিদপ্তরের আয় হয়েছে প্রায় ৭.১৭ কোটি টাকা, যা গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে একই সময়ে ছিল ৯ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয় ছিল যথাক্রমে ১৬.১৬ কোটি, ১৬.৫৪ কোটি এবং ১৮.০০ কোটি টাকা।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সেবাধর্মী একটি কারিগরি দপ্তর। বয়লার শিল্প কারখানার জন্য একটি আবশ্যকীয় যন্ত্র। সাধারণত সকল কারখানায় বয়লার ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সার কারখানা, চিনি কল, টেক্সটাইল মিল, পেপার মিল, ফিড মিল, রাইস মিল, ঔষধ শিল্প ও পোষাক শিল্প উল্লেখযোগ্য। কোন বয়লার দুর্ঘটনা কবলিত হলে বা বিস্ফোরিত হলে বয়লার সম্পৃক্ত জনবলের ও জনগণের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বয়লার আইন, ১৯২৩ এর আওতায় বিভিন্ন সময়ে নিম্নেবর্ণিত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে :

(১) বয়লার রেগুলেশন ১৯৫১

(২) বয়লার এটেনডেন্ট রুলস ১৯৫৩

(৩) বয়লার রুলস ১৯৬১।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের মূল কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(১) বয়লার আমদানির জন্য ছাড়পত্র (NOC) প্রদান

(২) বয়লারের ড্রইং, ডিজাইন পরীক্ষণ ও বয়লার পরিদর্শনপূর্বক রেজিষ্ট্রেশন প্রদান

(৩) বার্ষিক ভিত্তিতে বয়লার পরিদর্শনপূর্বক বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়নপত্র নবায়ন

(৪) স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত বয়লারের পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সনদ প্রদান এবং

(৫) বয়লারের কাজে নিয়োজিত শিক্ষানবিশদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক কৃতকার্য প্রার্থীদের বয়লার পরিচালক সনদ প্রদান।

এ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে বয়লার বিষয়ক সকল তথ্য ও বিভিন্ন প্রকার ফরম আপলোড করার মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হয়েছে। সকল বয়লারের ডাটাবেজ এবং বয়লার পরিচালক সনদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে স্টেকহোল্ডারগণ ওয়েবসাইটে বয়লার নম্বর ইনপুট করে বয়লারের সনদপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখসহ সকল তথ্য এবং বয়লার পরিচালকদের তথ্য জানতে পারেন। তাছাড়া বয়লার বিষয়ক অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে, যা ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীরা বয়লার বিষয়ক সকল তথ্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই জানতে পারেন। বয়লার চালনার সনদপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩০ দিন পূর্বেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসএমএস প্রেরণের মাধ্যমে বয়লার ব্যবহারকারীদের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ অবহিত করা হচ্ছে। বয়লার ব্যবহারকারীগণ যথাসময়ে ফি পরিশোধ করে বয়লারের সনদপত্র যথাসময়ে নবায়ন করতে পারেন। বিভিন্ন সময়ে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি এবং বিটিআরসির মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের নিকট সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক গুচ্ছ বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে বয়লার বিষয়ে সচেতনতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৫৫৭টি বয়লার রেজিষ্ট্রেশন, ৩,৪৪২টি বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়নপত্র নবায়ন, স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত ১২২টি বয়লারের নির্মাণ সনদ এবং ৪৭৭ জন প্রার্থীকে বয়লার পরিচারক যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩.৮১ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

দেশীয় ও বহুজাতিক বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ-প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গঠিত হয়। বিএবি জাতীয় মান অবকাঠামো (Quality Infrastructure) উন্নয়নের লক্ষ্যে সাযুজ্য নিরূপণ পদ্ধতি (Conformity Assessment System) প্রতিষ্ঠা করে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএবি ২০১২ সালে প্রথম এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করে এবং ২০১৮ সাল পর্যন্ত দেশীয় ও বহুজাতিক মোট ৭১টি প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে।

বিএবি'র এ্যাক্রেডিটেশনের ফলে দেশের পরীক্ষণ, পরিদর্শন ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রমের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন

করছে। বিএবি ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17043 এর উপর ২৩টি অ্যাসেসর প্রশিক্ষণ কোর্স ও ২২টি অন্যান্য কারিগরি বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১,৩০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের মান অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখছে। বিএবি এ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় ৮১.৩০ লক্ষ টাকা আয় করেছে। ভবিষ্যতে কর্মপরিধি বিস্তৃতির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিএবি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করে, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তরসহ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে পরামর্শ প্রদান করে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত করে (স্থানীয় ও আমদানি-বিকল্প) দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে।

বিটাক দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ২৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। ২৮টি ট্রেড ছাড়াও উদ্যোক্তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিটাক সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি বা মেশিন অপারেশনের উপর স্বল্প মেয়াদি বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ শেষে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে। প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক রয়েছেন। বিটাক কর্তৃক পরিচালিত উচ্চমান সম্পন্ন এ সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণকারীদের দেশে বিদেশে চাকুরি ক্ষেত্রে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। বিটাক ধোলাইখাল লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে সহায়তার লক্ষ্যে সহজ বাংলা ভাষায় কারিগরি বই, ভিডিও ট্রেনিং মডিউল এর মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

বিটাক কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ফেরুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ২৮টি স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ১,৭০৬ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিটাক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফেরুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ভোকেশনাল, পলিটেকনিক ইন্স্টিটিউট্ এবং টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হতে আগত শেষ বর্ষের ১,৫০৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এ্যাট্যাচমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অসহায় যুবক-যুবতিদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বি করে ঘরে ঘরে চাকুরি প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক 'Extension of BITAC for Self-employment and Poverty Alleviation through hands on technical training highlighting women (3rd Revised)' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১০,৪৪০ জন মহিলা এবং ১৪,৪০০ জন পুরুষ অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে এ পর্যন্ত ৩,৯৬৩ জন পুরুষ ও ৩,৯৬৯ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৭,৯৩২ জনের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থান হয়েছে এবং কেউ কেউ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে স্বাবলম্বি হচ্ছেন।

বিটাক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রাখতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। আমদানি-বিকল্প যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে এখাত থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,২২০ লক্ষ টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১,৩০২.৫৮ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

বিটাকে বর্তমানে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন তথ্যদি ওয়েব সাইটে (ওয়েব সাইট: www.bitac.gov.bd, ই-মেইল: bitac@dhaka.net) দেয়া হয়েছে।

বিটাকের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সাফল্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) বাংলাদেশের বিভিন্ন পেপার মিলের জন্য সবুজ পাট থেকে মন্ড উৎপাদনের লক্ষ্যে মেশিন, যা 'গ্রীন জুট চিপার' নামে পরিচিত, প্রস্তুত করা হয়েছে

খ) উপকুলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষের জন্য দেশীয় প্রযুক্তিতে এরেটর মেশিন প্রস্তুত করা হয়েছে

গ) কাগজ কারখানায় ব্যবহৃত ডাইজেষ্টার গিয়ারবক্সসহ উচ্চ ক্ষমতার রিডাকশন গিয়ার বক্স তৈরি করা হয়েছে। এসকল যন্ত্রাংশ আমদানি

ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ খরচে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে

ঘ) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহৃত থ্রাষ্ট বিয়ারিং অয়েল কুলার আমদানি ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ খরচে প্রস্তুত করা হয়েছে

ঙ) বাংলাদেশ ইন্সুলেটর ফ্যাক্টরি কর্তৃক ব্যবহৃত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পুশার পাম্প স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে

চ) কাগজ কারখানায় ব্যবহৃত অকেজো হাই ডেনসিটি পাম্প বিগত দিনে সুইডেন, জার্মানি প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশ হতে রিকন্ডিশন করে আনা হত, যা বর্তমানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খরচে স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে

ঝ) খাদ্য লবণে আয়োডিন মিশ্রিত করার জন্য স্বয়ংক্রিয় মেশিন সল্ট আয়োডাইজেশন প্লান্ট উদ্ভাবন করা হয়েছে। স্বল্প ব্যয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ও স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য কাঁচামাল হতে প্রস্তুত এ মেশিনটি খাদ্য লবণে নির্ধারিত আয়োডিনের মাত্রা যথাযথভাবে বজায় রাখতে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে

জ) কামিন্স জেনারেটর এন্ড টেকনোলজি, জার্মানির ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর মেরামত এবং কানেকটিং বার তৈরি করা হয়েছে;

ঞ) আণবিক শক্তি কমিশনের নিউক্লিয়ার রি-এ্যাকটর লিকেজ হওয়ায় বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের পরিবর্তে এই প্রথম বিটাক এর বিশেষজ্ঞ দল দেশীয় প্রযুক্তিতে তা মেরামত করতে সক্ষম হয়েছে এবং

ট) কেরু এন্ড কোম্পানি লিমিটেড এর ডিষ্টিলারি ইউনিটের ফিলিং মেশিন প্রস্তুত করা হয়েছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি দপ্তর। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, গবেষণা, কারিগরী সহায়তা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রব্য/সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগত পদ্ধতির উন্নয়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এনপিও কাজ করে যাচ্ছে।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ কলাকৌশল উদ্ভাবন ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান, জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার গতিধারা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পরামর্শ সেবা/ কনসালটেন্সির মাধ্যমে প্রভাবক বা ক্যাটালিষ্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন, উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং বিশ্লেষণসহ প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক বিভিন্ন মহলে বিতরণ করার লক্ষ্যে তথ্য ভান্ডার গঠন, বাংলাদেশে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন, দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা দিবস পালন, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদান ও সেমিনার আয়োজন ইত্যাদি এ দপ্তরের প্রধান কাজ। এনপিও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারি কৃষি খাতসহ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে অব্যাহতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর এবং বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার মানসে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে এপিও সদস্যভূক্ত দেশের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচি কাজে লাগানোর লক্ষ্যে টোকিওভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এনপিও দায়িত্ব পালন করে।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এনপিও কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা ও এনপিও'র সেমিনার কক্ষে মোট ৩৭টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যাতে ১,০৭২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ১১টি কর্মশালা আয়োজন করা হয় যাতে ৩০৮ জন অংশগ্রহণ করেন। এনপিও এর উদ্যোগে ২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে দেশব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৮ পালন করা হয় এবং গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড ২০১৭ প্রদান করা হয়।

এছাড়া ১,০০,৫০০টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ, ২টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক সেমিনার আয়োজন, ৪টি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে কনসালটেন্সির সেবা প্রদান, ৩টি টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (এপিও এর সহায়তায়), ৯টি উৎপাদনশীলতার গতি-প্রকৃতি বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরির জন্য তথ্য সংগ্রহ, এবং ২টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক গবেষণা করার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ও ২টি

উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এপিও প্রোগ্রামে (আন্তর্জাতিক) বাংলাদেশ হতে ২৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। এপিও-এনপিও'র যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট লার্নিং নেটওয়ার্কের আওতায় ডিসটেন্স লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্স ৪টি সম্পন্ন হয়েছে যাতে ৮০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বিআইএম দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণাকর্ম এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য পরামর্শ সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষতঃ শিল্প ও বাণিজ্য খাতে নির্বাহী পর্যায়ের মানবসম্পদ উন্নয়নে বিআইএম জাতীয় পর্যায়ের প্রধান বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

বিআইএম ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিআইএম ৭০,৫০০-এর অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭৭টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১,২৯২ জন অংশগ্রহণকারীকে এবং চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৫৮টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৭৫৩ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২০১৮ সেশনে ৯২১ জন প্রশিক্ষণার্থী এক বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে অংশগ্রহণ করে ৮২৪ জন ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হয়েছে এবং চলমান ২০১৯ সেশনে ৮২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করছেন। একইসাথে, ডিপ্লোমা ইন সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ও ডিপ্লোমা ইন কোয়ালিটি এন্ড প্রডাক্টিভিটি বিষয়ে ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ২০১৮ সেশনে ৭৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন এবং ২০১৯ সেশনে উক্ত কোর্সসমূহে ভর্তির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে অনুরোধকৃত কোর্স ও নিয়োগ পরীক্ষার আয়োজন এবং পরামর্শ সেবা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)

শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) গুরুত্ব বিবেচনা করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন সহায়ক পরিবেশ তৈরি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান, ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন কার্যক্রম, ব্যবসায় উন্নয়ন, গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি, প্রযুক্তি উন্নয়ন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসা ও তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক কর্মসূচী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উদ্যোক্তা উন্নয়ন।

এসএমই ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- এসএমই পণ্যের বাজার সংযোগ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ছয়টি জাতীয় এসএমই মেলা, ৫৮টি আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা এবং একটি হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আয়োজিত এসএমই পণ্য মেলায় মোট ৪,৩০০ জন এসএমই উদ্যোক্তা তাঁদের পণ্য প্রদর্শন করে ৪১ কোটি টাকার বিক্রয় এবং ৪৫ কোটি টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়াও ১১৩ জন এসএমই উদ্যোক্তাকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা এবং পাঁচটি আন্তর্জাতিক পণ্য মেলায় (জার্মানি, ত্রিপুরা, দিল্লি, চীন ও ভারত) তাঁদের উৎপাদিত পণ্যসহ অংশগ্রহণ করতে সহযোগিতা করা হয়েছে
- দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের বিশেষ অবদানকে স্বীকৃতি দিতে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার দেয়া হয়। এ পর্যন্ত মোট ২৬ জন জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৫ জন নারী উদ্যোক্তা
- এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ৭১২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মোট ২২,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ নারী
- ৩১টি এসএমই ক্লাস্টার ও ক্লায়েন্টেল গ্রুপের ১,৬৫০ জন এসএমই উদ্যোক্তার মধ্যে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহজ শর্তে ৯ শতাংশ সুদে জামানতবিহীন মোট ৮২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

করা হয়েছে এবং এসএমই ক্লাস্টার অর্থায়নের জন্য ১২৭ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন দেয়া হয়েছে

- এসএমই খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধিকল্পে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগ/জেলা শহরে ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন, সেমিনার, ঋণ সম্পর্কিত ম্যাচমেকিং, ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ৫৫টি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে
- এসএমই ফাউন্ডেশন চিহ্নিত ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টারের মধ্যে ৭১টি ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্লাস্টারের চাহিদার ভিত্তিতে ক্লাস্টারভিত্তিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বল্প সুদে অর্থায়ন, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৮টি ক্লাস্টারে চাহিদার ভিত্তিতে ৩৯টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে
- এসএমই উন্নয়ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক জার্নাল, নারী উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার প্রসার এবং বাজার সংযোগের জন্য ৭০০ নারী উদ্যোক্তাদের তথ্য সম্বলিত এসএমই উইমেন ডিরেক্টরি, গবেষণালব্ধ ব্যবসায় নির্দেশিকা ও প্রডাক্ট ডিরেক্টরি এবং অন্যান্য বিষয়ে মোট ২৫টি বই প্রকাশ করা হয়েছে
- সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এসএমই বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২৮৫টি এসএমই-বান্ধব বাজেট প্রস্তাব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫২টি প্রস্তাব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয়েছে
- এসএমইদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ১২০টি ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২,৫০০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১০টি এসোসিয়েশন, ৮টি এসএমই ক্লাস্টার ও ৮৭ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ওয়েবসাইট তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে
- আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং এসএমইদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের মানন্নোয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে মোট ৩,৬০০ জনের অধিক উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে
- উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ১৬,০০০ জন নারী উদ্যোক্তাকে সরাসরি সহযোগিতা করা হয়েছে
- 'নারী আইসিটি ফ্রিল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪ জেলায় মোট ৩০০০ জন নারী আইসিটি উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে
- এসএমই অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টার থেকে প্রায় ৩,৫০০ জন উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী ব্যক্তিকে পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং
- এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ১৩০টি সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৬,০০০ জন এসএমই উদ্যোক্তা ও এসএমই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উপকৃত হয়েছে।

ছ. শিল্প ঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষি-নির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্পঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর (সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত) বছরওয়ারী শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-৮.১৫ এ দেখানো হলো।

সারণি-৮.১৫: শিল্পঋণের বছর ভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০০৫-০৬	২৮,৪৪৮.৫৩	৯৬৫০.০২	৩৮,০৯৮.৫৫	২২,৯৭৫.৯৫	৬৭৫৯.৫২	২৯,৭৩৫.৪৭
২০০৬-০৭	৩১,৬৫১.৩২	১২,৩৯৪.৭৮	৪৪,০৪৬.১০	২৩,৭৯০.৫৪	৯,০৬৮.৪৫	৩২,৮৫৮.৯৯
২০০৭-০৮	৩৯,৯৬৩.৪৯	২০,১৫০.৮২	৬০,১১৪.৩১	২৮,৮৪৯.৬০	১৩,৬২৪.২০	৪২,৪৭৩.৮০
২০০৮-০৯	৪৫,০২৮.২৮	১৯,৯৭২.৬৯	৬৫,০০০.৯৭	৩৬,৫৯৭.৮৯	১৬,৩০২.৪৮	৫২,৯০০.৩৭
২০০৯-১০	৫৯,১৭১.৯৫	২৫,৮৭৫.৬৬	৮৫,০৪৭.৬১	৪৫,২৩১.৭৫	১৮,৯৮২.৭০	৬৪,২১৪.৪৫
২০১০-১১	৭১,৩০০.৩৫	৩২,১৬৩.২০	১০৩,৪৬৩.৫৫	৫৬,৬৯৪.৯৯	২৫,০১৫.৮৯	৮১,৭১০.৮৮

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০১১-১২	৭৬,৬৭৪.৯৮	৩৫,২৭৮.১০	১১১,৯৫৩.০৮	৬৪,৪০০.২৭	৩০,২৩৬.৭৪	৯৪,৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১০৩,১৬৫.৫৬	৪২,৫২৮.৩১	১৪৫,৬৯৩.৮৭	৮৫,৪৯৬.১৪	৩৬,৫৪৯.৪১	১২২,০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪	১২৬,১০২.৫৯	৪২,৩১১.৩২	১৬৮,৪১৩.৯১	১১৩,২৯১.২৫	৪১,৮০৬.৬৯	১৫৫,০৯৭.৯৪
২০১৪-১৫	১৫৯,৫৪৬.৪২	৫৯,৭৮৩.৭০	২১৯,৩৩০.১২	১২১,৮৫৩.৯৯	৪৭,৫৪০.৮১	১৬৯,৩৯৪.৮০
২০১৫-১৬	১৯৯,৩৪৯.২১	৬৫,৫৩৮.৬৯	২৬৪,৮৮৭.৯০	১৪৯,৭৬২.৭২	৪৮,২২৫.২৯	১৯৭,৯৮৮.০১
২০১৬-১৭	২৩৮,৫১৭.০৫	৬২,১৫৫.০৮	৩০০,৬৭২.১৩	১৮৫,৫৩২.৭৭	৫২,০৯৪.৫৭	২৩৭,৬২৭.৩৪
২০১৭-১৮	২৭৫,৬২৯.০৫	৭০,৭৬৮.১৭	৩৪৬,৩৯৭.২২	২০২,৯৮০.৪৮	৭০,১৯৩.০৮	২৭৩,১৭৩.৫৬
২০১৮-১৯*	৭৫,৩০৮.৪৩	১৯,১১১.২২	৯৪,৪১৯.৬৫	৬৫,৪১৭.২৭	১৬,৩৭৮.১৩	৮১,৭৯৫.৪০

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত।

২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৮ ১৯-(সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ সময়ে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত) শিল্পখাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯৪,৪১৯.৬৫ কোটি টাকা ও ৮১,৭৯৫.৪০ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ও আদায়কৃত শিল্পঋণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মূখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।